গবেষণা অভিসন্দর্ভের বস্তুসার

(Abstract)

উত্তরবঙ্গের লোকনাটকে রূপান্তর

ভূমিকা

লোকসংস্কৃতির সামগ্রিক পরিমণ্ডলে লোকনাটক একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ আঙ্গিক। এই লোকনাটক সাধারণত লোকসমাজের অভিজ্ঞতার স্বতঃস্ফূর্ত ও সমষ্টিগত প্রকাশ। লোকনাটকের মধ্যে নৃত্য, গীত ও বাদ্য - এই তিনের বিশেষ সম্মিলন ও প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। লোকনাটকগুলি বিস্তৃত বা সংকীর্ণ পরিসরে দীর্ঘ বা স্বল্প সময়ের মধ্যে পরিবেশিত হয়, কিন্তু তা সবসময় ব্যক্তিসর্বস্বতা বর্জিত হয়। পৃথিবীর সমস্ত নাটকের উৎসমূলে রয়েছে সমষ্টিগত জীবনের প্রকাশ। তেমনি লোকনাটকও এমন কতগুলো বিশিষ্ট প্রকরণ ও অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ হয় যা মূলত গোষ্ঠি বা সমাজ কর্তৃক গৃহীত বা অনুমোদিত।

লোকনাটক বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অলিখিত থাকে এবং এগুলি বংশপরম্পরায় লোকমুখে প্রচলিত। যার ফলে সমাজ ও জীবনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে লোকনাটকেরও রূপান্তর ঘটতে থাকে। মানুষ যেমন নিয়ত পরিবর্তনশীল, তেমনি সমাজব্যবস্থা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, জীবনযাত্রা সবকিছুই পরিবর্তনশীল। আর এই পরিবর্তন থেকেই আসে রূপান্তর। সামগ্রিকভাবে উত্তরবঙ্গের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক পট পরিবর্তন, বিশেষ করে তে-ভাগা আন্দোলন থেকে শুরু করে বর্তমান আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিকও রাজনৈতিক ধারা লোকনাটককে প্রভাবিত করে চলেছে। সেই সঙ্গে রূপান্তরিত হচ্ছে উত্তরবঙ্গের লোকনাটক। এই রূপান্তর শুধু লোকনাটকের ক্ষেত্রেই নয়, সমগ্র লোকসংস্কৃতির মধ্যেও অনিবার্যভাবে এসে যায়। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় প্রচলিত প্রধান প্রধান লোকনাটকগুলিকে কেন্দ্র করেই এইরূপ রূপান্তর অনুসন্ধান করা হবে। এই লোকনাটকগুলির মধ্যে অন্যতম হল মালদহের 'গম্ভীরা', উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের 'খন', দার্জিলিং-এর 'নটুয়া', জলপাইগুড়ির 'পালাটিয়া' এবং কোচবিহারের 'কুশান' লোকনাটক প্রভৃতি।

প্রথম অধ্যায়

উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয়

'উত্তরবঙ্গ' বলতে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের উত্তরাঞ্চলের কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদহ - এই ছ'টি জেলার সমষ্টিকে সাধারণভাবে বোঝানো হয়। কিন্তু প্রশাসনিক দিক থেকে এই ছ'টি জেলার পরিচয় হল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের 'জলপাইগুড়ি বিভাগ'। এই অঞ্চলের প্রধান নদীগুলির মধ্যে তিস্তা, জলঢাকা, তোর্ষা, কালজানি, রায়ডাক পূর্ববাহিনী হয়ে ব্রহ্মপুত্রে মিশেছে; মহানন্দা,

নাগর, কালিন্দী, টাঙ্গন, পুনর্ভবা, আত্রাই সমভূমির উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে দক্ষিণ বাহিনী হয়ে গঙ্গা বা পদ্মায় মিলিত হয়েছে। 'উত্তরবঙ্গ' তথা জলপাইগুড়ি ডিভিশনের পূর্বে অসম রাজ্য এবং পশ্চিমে নেপাল ও বিহার রাজ্য অবস্থিত। উত্তরে ভুটান ও সিকিম রাজ্য এবং দক্ষিণে বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও প্রবহমান গঙ্গা নদী রয়েছে।

উত্তরবঙ্গের জনসমাজের আর্থ-সামাজিক কাঠামোটি এখনও কৃষিভিত্তিক ও গ্রামীণ। তবে উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলের তরাই ও ডুয়ার্সের অধিবাসীরা মূলত চা-শিল্পে নিযুক্ত রয়েছেন।পরবর্তীকালে যোগাযোগ ও যাতায়ত ব্যবস্থার উন্নয়ন ও বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামীণ মানুষের আর্থিক সচ্ছলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে শিক্ষা, সংস্কৃতি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও চাকুরি ক্ষেত্রে এগিয়ে যাবার প্রবণতা বেড়েছে। তেভাগা, বেরুবাড়ি, নকশাল ইত্যাদি আন্দোলনের ফলেও এখানকার জনজীবনে পরিবর্তন ঘটেছে। পাশাপাশি বিভিন্ন জাতি-জনজাতির লোকেদের লোকাচারের মধ্যেও পরিবর্তন এসেছে। আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে লোকনাটকেও রূপান্তর পরিলক্ষিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

উত্তরবঙ্গের লোকনাটকের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

'উত্তরবঙ্গের লোকনাটকের সংক্ষিপ্ত পরিচয়' নামক অধ্যায়ে গবেষণা প্রকল্পের দিকে লক্ষ রেখে মূলত পাঁচটি লোকনাটককে চিহ্নিত করা হয়েছে। যেমন—কোচবিহার জেলার কুশান, জলপাইগুড়ি জেলার পালাটিয়া, দার্জিলিং জেলার নটুয়া, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার খন এবং মালদহ জেলার গম্ভীরা। এছাড়াও লোকনাটকের রূপান্তর প্রক্রিয়াকে সমৃদ্ধ করার জন্যে উত্তরবঙ্গের অন্যান্য লোকনাটকগুলিরও সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

তৃতীয় অধ্যায়

উত্তরবঙ্গের লোকনাটকে কাহিনিগত রূপান্তর

তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে উত্তরবঙ্গের লোকনাটকে কাহিনিগত রূপান্তর। লোকনাটকে কোন না কোন কাহিনি থাকে। আবার উপস্থাপনের সময় ও পারিপার্শ্বিকতার দ্বারা একই লোকনাটকের উপস্থাপনের ক্ষেত্রে কাহিনির সংকোচন ও প্রসারণ ঘটানো হয়ে থাকে। তাই লোকনাটকের আকার বা আয়তন নিত্য পরিবর্তনশীল। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতির পরিবর্তন যেমন ঘটেছে, তেমনি লোকনাটকের কাহিনিতে নতুন বিষয় ও আঙ্গিক লক্ষ করা যায়। আবার স্থান বিশেষেও লোকনাটকগুলির কাহিনিতে বড় রকমের রূপান্তর দেখা যায়। উৎস থেকে বর্তমান পর্যন্ত লোকনাটকগুলির কাহিনির বিবর্তন তুলে ধরা হয়েছে। পূর্বে লোকনাটকগুলিতে পৌরাণিক বা ধর্মীয়, সামাজিক, অলৌকিক প্রভৃতি কাহিনি প্রাধান্য পেলেও বর্তমানে

সমাজে ঘটিত বিভিন্ন চাঞ্চল্যকর ঘটনা, উদ্ভূত সমস্যা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রভৃতি কাহিনি হিসেবে লোকনাটকে উঠে আসে। উত্তরবঙ্গের লোকনাটকে কাহিনিগত রূপান্তর যেভাবে ঘটে চলেছে তারই বিশ্লেষণ আছে এই অধ্যায়ে।

চতুর্থ অধ্যায়

উত্তরবঙ্গের লোকনাটকে চরিত্রগত রূপান্তর

চতুর্থ অধ্যায় উত্তরবঙ্গের লোকনাটকে চরিত্রগত রূপান্তর। সামন্ততান্ত্রিক অবস্থা থেকে উত্তরবঙ্গের লোকনাটকগুলিতে উঠে এসেছে জমিদার-জোতদার চরিত্র। পুরুষেরাই একসময় নারী সেজে অভিনয় করত। সমাজ ও অর্থনীতির পরিবর্তনের পাশাপাশি লোকনাটকেও চরিত্রগত রূপান্তর ঘটেছে। যেমন— নেতা, মন্ত্রী, পুলিশ ইত্যাদি চরিত্রগুলি যেমন উঠে এসেছে, ঠিক তেমনি নারী চরিত্রের ভূমিকায় নারীরাই প্রত্যক্ষভাবে আসরে নেমেছে। বিভিন্ন লোকনাটকে এভাবে চরিত্রগত রূপান্তর আলোচিত হয়েছে এই অধ্যায়ে।

পঞ্চম অধ্যায়

উত্তরবঙ্গের লোকনাটকে প্রদর্শন শৈলীগত রূপান্তর

পঞ্চম অধ্যায় লোকনাটকে প্রদর্শন শৈলীগত রূপান্তর। সমাজ ও সংস্কৃতির পরিবর্তনের ফলে মানুষের রুচি ও চাহিদা উত্তরোত্তর বদলে যায়। আর তাই কালের গণ্ডী পেরিয়ে সমাজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে উত্তরবঙ্গের লোকনাটকগুলিতে আঙ্গিক ও প্রদর্শন শৈলীগত রূপান্তর ঘটে চলেছে। দর্শক ও শ্রোতার রুচি এবং চাহিদামত এতে নতুন নতুন উপাদান সংযুক্ত হয়ে চলেছে। সর্বোপরি আধুনিক নাটক, যাত্রা, সিনেমা প্রভৃতির ব্যাপক প্রভাব পড়ছে জনসাধারণের মনে। ফলে রুচির দিক থেকে দর্শক ও শ্রোতা আরও বেশি সচেতন হয়ে পড়েছে। আর এই আধুনিক বিনোদন ব্যবস্থার সাথে পাল্লা দিতে গিয়ে লোকনাটকের রচয়িতা ও প্রযোজকরা প্রদর্শন শৈলীগত দিক থেকে অভূতপূর্ব রূপান্তর ঘটিয়ে চলেছেন। উত্তরবঙ্গের লোকনাটকের প্রেক্ষাপটে প্রদর্শন শৈলীগত এইরূপ রূপান্তর আলোচিত হয়েছে এই অধ্যায়ে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

উত্তরবঙ্গের লোকনাটকে ভাষাগত রূপান্তর

ষষ্ঠ অধ্যায়ে উত্তরবঙ্গের লোকনাটকে ভাষাগত রূপান্তর। উত্তরবঙ্গের লোকনাটকগুলিতে সাধারণত স্থানবিশেষে আঞ্চলিক লোকভাষা প্রচলিত। বর্তমানে শিষ্ট বাংলার প্রভাব পড়ায় বাংলা শব্দের ব্যবহার শুরু হয়েছে। যেমন— 'পালাটিয়া'র ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায় পূর্বে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রাজবংশী বা কামরূপী ভাষা ব্যবহৃত হত। কিন্তু এখন সমাজ ও সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শহুরে পরিমণ্ডলে শিষ্ট বাংলা ভাষা সেখানে

প্রবেশ করছে। ঠিক তেমনি দার্জিলিং জেলার নটুয়া গানের ভাষাতেও আছে হিন্দির প্রভাব। কোচবিহারের কুশান গানের ভাষায় পরিশীলিত বাংলা ভাষার ব্যবহার লক্ষণীয়। ভাষাগত রূপান্তরের মধ্য দিয়ে লোকনাটকের ভাষাগত রূপান্তর আলোচিত হয়েছে এই অধ্যায়ে।

উপসংহার

উপসংহার অংশে উত্তরবঙ্গের লোকনাটকে রূপান্তরের একটি সামগ্রিক মূল্যায়ণ করা হয়েছে। গ্রামীণ পরিবেশে চারদিক উন্মুক্ত; একেবারেই অনাড়ম্বর প্রাঙ্গণে প্রায় নিরক্ষর দর্শক দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে বসত লোকনাটকের আসর। যারা আসর পরিচালনা করতেন সেই দোহারবৃন্দ, বাদ্যযন্ত্রী এমনকি অভিনেতারাও দর্শকদের সাথে মিলেমিশে বসতেন। অভিনেতা ও দর্শকদের মধ্যে কোনো ব্যবধান থাকত না। দর্শক ও অভিনেতাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন হত। ক্রমশ সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবর্তনে কিভাবে লোকনাটকে রূপান্তর ঘটেছে তার সামগ্রিক মূল্যায়ণের নিরিখে একটি নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হয়েছে এই অধ্যায়ে। রূপান্তর প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে লোকনাটকে প্রভাব বিস্তার করেছে যাত্রা। কুশান হয়ে উঠেছে কুশানযাত্রা। পালাটিয়াতেও একই প্রভাব, যা রূপান্তরের অন্যতম নিদর্শন।

সংগ্রহ ও সংকলন

পরিশেষে লোকনাটকের সংগ্রহ ও সংকলন সন্নিবেশিত হয়েছে এই গবেষণা প্রকল্পে। যা 'পরিশিষ্ট' নামে চিহ্নিত। এখানে প্রতিটি লোকনাটকের পালা তুলে ধরা হয়েছে।

মৌসুমী দাস

তাং - ২৩.১২.১৪

(মৌসুমী দাস)